Date - 07/01/2024
Boalia

CC-T-12 (ব্যাকরণ)
ব্যবস্থিতবিভাষা (5 marks).

'ন বেতি বিভাষা' (পা. সূ. ১।১।৪৪) সূত্রে পাণিনি বিভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। 'ন' এর অর্থ নিষেধ এবং 'বা'-এর অর্থ বিকল্প। অর্থাৎ 'বিভাষা' শব্দের দ্বারা বিকল্প ও নিষেধ উভয় অর্থকেই বোঝায়।

এই বিভাষা মূলতঃ তিন প্রকার। যথা- প্রাপ্ত বিভাষা, অপ্রাপ্ত বিভাষা ও উভয়ত্র বা প্রাপ্তাপ্রাপ্ত বিভাষা। যথাক্রমে এদের উদাহরণ হল - ১. 'বিভাষা কৃঞি' (পা.সূ. ২।৪।৭৮), ২. 'বিভাষা অপূর্বস্য' (৪/২/৩৪) এবং ৩. 'বিভাষা শ্বেঃ' (৩/২/১৪৩)।

এছাড়া আর এক প্রকার বিভাষা পাওয়া যায়। তাকে বলে ব্যবস্থিত বিভাষা। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হরদত্ত তাঁর পদমঞ্জরীতে বলেন - (পদমঞ্জরী, পা. ৭/৪/৪১).

"ক্বচিন্নিত্যং প্রবৃত্তিঃ, ক্বচিদ্বিকল্পেন, ক্বচিন্নৈব প্রবৃত্তিঃ - ইত্যেবং বিবিধমবস্থিতা বিভাষা ব্যবস্থিত বিভাষা"। অর্থাৎ, যে বিভাষার নিয়ম কোথাও প্রবৃত্ত হয়, কোথাও বিকল্পে প্রবৃত্ত হয়, কোথাও আবার প্রবৃত্তই হয় না - এরকম বিভিন্ন প্রকারে অবস্থিত বিভাষাকে বলে ব্যবস্থিত বিভাষা।

এই সূত্রের প্রয়োগ 'শাচ্ছোরন্যতরস্যাম' (পা. ৭/৪/৪১)
ইত্যাদি সূত্রে হয়েছে। 'শা' এবং 'ছা' ধাতুর আকার
স্থানে বিকল্পে 'ই' কার আদেশ হয় যদি
তকারাদি কিৎ প্রত্যয় পরে থাকলে। যথা-
নি-শা + ক্ত → নিশিত অথবা নিশাত।
নি-শা + ক্তবতু → নিশিতবান অথবা নিশাতবান্।
শা ধাতুর অর্থ হল লঘু বা ধারালো করা।
তেমন ভাবে, অব-ছা + ক্ত → অবচ্ছিত অথবা
অবচ্ছাত। ছা এর অর্থ ছেদন করা।
এপ্রসঙ্গে বার্তিককার কাত্যায়ন বলেন
'শ্যতেরিত্ত্বং ব্রতে নিত্যমিতি বক্তব্যম' অর্থাৎ
এই বার্তিক সূত্রের অর্থ হল - ব্রত অর্থ
বোঝালে শা ধাতুর আকারের ইত্ব (ইকার)
নিত্য হবে। যেমন = সম্- শা + ক্ত →
সংশিত। 'সংশিতো ব্রাহ্মণঃ' এই হল উদাহরণ।
যে ব্রাহ্মণ ব্রতপালনে উদ্যম গ্রহণ করেছেন,
তাঁকে বলে সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ। এখানে
সংশাত পদ হবে না। সংশিতই হবে।
কাশিকাকার জয়াদিত্য বামন বলেন -
এক্ষেত্রে কাত্যায়নের বার্তিক সূত্রটির প্রয়োজন
নেই; কেননা ব্যবস্থিত বিভাষার বলেই
Important 'সংশিতব্রত' ইত্যাদি পদের সিদ্ধি ব্যাখ্যা
করা যায়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও 'শাচ্ছোরন্য-
-তরস্যাম' সূত্রের ব্যাখ্যায় ~~বার্তিক~~ বার্তিককারের
মত খণ্ডন করে ব্যবস্থিত বিভাষার আশ্রয়

নিয়েছেন। এবিষয়ে কাশিকাকার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন —

“দেবত্রাতো গলো গ্রাহ ইতিযোগে চ সদ্বিধিঃ।
মিথস্তে ন বিভাষ্যন্তে গবাক্ষঃ সংশিতব্রতঃ॥”

এর অর্থ হল — একই বিষয়ে অর্থাৎ সমান অর্থে দেবত্রাত, দেবত্রাণ; গল, গর; গ্রাহ, গ্রহ; ইতি এই অব্যয়যোগে সংস্কৃত শত্-শানচ্ প্রত্যয়; গবাক্ষ; সংশিতব্রত ইত্যাদির বিকল্প হয় না। কিন্তু ভিন্ন অর্থে বিকল্প হয়।

যেমন — ১) কারও নাম দেবত্রাত হলে 'ত' এর 'ন' হবে না। 'ত' ই হবে নিত্য। কিন্তু ক্রিয়া বোঝালে অর্থাৎ ত্রাণ করা বোঝালে ত্রাণম্ ও 'ত্রাতম্' এই দুটি রূপই হবে।

২) গৄ + অচ্ = গল।
গল = প্রাণীর দেহের অঙ্গ (throat).
কিন্তু বিষ অর্থ বোঝালে 'গর' হবে।
গলাধঃকরণ অর্থে গর ও গল দুটি রূপই হবে।

৩) সূর্যাদি গ্রহ বোঝালে বিকল্পে

Important

বিভাষা গ্রহঃ' সূত্রের দ্বারা গ্রহ + অচ্ → গ্রহ। গ্রহণ রূপ ক্রিয়া বোঝালে অচ্ এবং ণ দুই প্রত্যয় হবে। জলচর কুমীর প্রভৃতি বোঝালে ণ হবে। তখন রূপ হবে গ্রাহ।

৪) ইতি যুক্ত করলে শতৃ-শানচ্ হয় না। যথা - বর্ষতীতি ধাবতি (বর্ষণ করতে করতে মেঘ ছুটছে), হন্তীতি পলায়তে (হত্যা করতে করতে পালাচ্ছেন) - এসকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতবিভাষার দ্বারা 'লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ' সূত্রানুসারে শতৃ শানচ্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয় নি।

৫) বাতায়ন (জানলা) অর্থে গো + অক্ষম 'এই স্থলে 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' এই সূত্রানুসারে নিত্য অবঙ্ হবে। ফলে 'গবাক্ষম' পদ হবে। কিন্তু অন্যত্র বোঝালে গো + অক্ষম = গোঽক্ষম হবে। অন্য কোনও অর্থ বোঝালে গবাক্ষম ও গোঽক্ষম উভয়ই হবে।

৬) এইভাবে ব্যবস্থিত বিভাষার দ্বারা ব্রত অর্থ বোঝালে 'সংশিত' এরকম রূপ হবে 'শো' ধাতু থেকে। কিন্তু ~~ব্যবস্থিত~~ ধারালো অর্থে 'নিশিত' ও 'নিশাত' এই দুই রূপই সিদ্ধ হবে।

Important

এভাবে পাণিনির ব্যবস্থিত বিভাষার উদার নিয়মের দ্বারাই গল, গর প্রভৃতি রূপের ব্যাখ্যা করা যায়। এক্ষেত্রে 'শ্যাতেরিত্বং ব্রতে নিত্যমিতি বক্তব্যম্' এই বার্তিকসূত্রের কোনও প্রয়োজন নেই।

—x—